[এই কাঠের ফার্ণিচারের দোকানে মালপত্র বিশেষ কিছু নেই। দুটো লম্বা-চওড়া থাক্ বিশিষ্ট মস্ত একটা র‍্যাক মাঝখানের অনেকটা জায়গায় জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। দেখতে অনেকটা রেলগাড়ির টু-টায়ার বার্থের মতো। র‍্যাকের গা-লাগোয়া একধারে একটা চেয়ার, আরেক ধারে ছোট টেবিল। তিনটি বস্তু, সাজানোর গুণে, মিলেমিশে একাকার। নাটকের ভিন্ন ভিন্ন সময় ও ক্ষেত্রে, ভিন্ন ভিন্ন চেহারায় ধরা দেবে এই মূর্তিটি। সন্ধেবেলা। মালিক ক্ষীরোদ পত্রনবীশ...ভবতোষের জামাইবাবু....দোকানের গণেশ মূর্তিটির সামনে একগোছা জলন্ত ধূপ ফন্‌ফন্ করে ঘুরিয়ে চলেছে বটে, কিন্তু অশান্ত মনটি তার ঘুরছে অন্যত্র। মুহুর্মুহু রাগে ফেটে পড়ছে।]

ক্ষীরোদ ॥ হা রা ম জা দা—হনুমান—উল্লু কা আওলাদ! চিটিংবাজ—ফোরটুয়েন্টি—ব্যাবসাটাকে আমার লাটে তুলে দিলি শালা! একবার দেখা পাই, কুড়ুল দিয়ে কোপাবো তোকে—জ্যান্ত দাহন করবো! (উত্তেজনায় ধপেরু গোছা গণেশের দিকে বাড়িয়েই সামলে নেয় ক্ষীরোদ। গলবস্ত্র হয়ে কান ধরে গণেশের সামনে ফোঁস ফোঁস করে কাঁদে) তোমাকে না। ভবতোষ—ঠাকুর, আমার শালা ভবতোষ—নিজের শালা—নিজের বৌয়ের পেটের—নিজের বৌয়ের মায়ের পেটের খোদ শালা—কী ডোবান ডুবিয়ে গেল! ওফ্, কেন যে ওর মিষ্টিমিষ্টি কথায় মজে গেলাম! কতো না সাতখানা করে বোঝালে, জামাইবাবু, পরের গোলা থেকে কাঠ কিনে ফানিচার বানিয়ে পরতা বেশি পড়ে যাচ্ছে জামাইবাবু। তার চেয়ে নিজেরাই যদি গাঁ-গঞ্জ থেকে কম দামে শাল সেগুন গাছ যোগাড় করে আনতে পারি, বাজারের কেউ আমাদের ধারে কাছে দাঁড়াতে পারবে না। (থেমে, ডুকরে ওঠে) নাট চারটি হাজার টাকা ঝেড়ে নিয়ে কাট! কাট তো কাট—আড়াই মাসের মধ্যে নো-ভবতোষ নো-সেগুন কাঠ! উল্টে সব অর্ডার একে একে কেটে যাচ্ছে! তুমি দেখলে বাবা গণেশ ঠাকুর, কতগুলো বিয়ে—কতগুলো বিয়ের অর্ডার—পরের পর কেটে গেল—কেটে যাচ্ছে—

[নেপথ্যে সানাই, ব্যান্ড পার্টির শব্দ।]

গেল—এ বিয়েটাও হয়ে গেল! বিয়ের মড়ক লেগেছে এ বছরটায়। কি দাঁও মারা যেত গো! দিনে তিরিশ চল্লিশটা করে শোভাযাত্রা দেখতে পাচ্ছি। আর চল্লিশটা বিয়ে মানে—চল্লিশটা খাট—চল্লিশটা আলমারি—চল্লিশটা সোফাসেট—চল্লিশটা ড্রেসিংটেবিল—বাঁধা—মিনিমাম! একটা বিয়েও ধরতে পারলুম না এ বছর। আর পারবোও না। সামনে আষাঢ় শ্রাবণ দুটোই মলমাস—ভাদ্দর আশ্বিন কার্তিক—কুকুরের ছাড়া আর কোনো জীবের বিয়ে হয় না—গেল, সিজিনটা গেল! বেটাচ্ছেলে ডুব মেরে আমায় ভাসিয়ে গেল।

[সানাই বাজনা বাড়ল।]

একবার হাতে-নাতে পাই, তোকে চোরাই করে ফার্নিচার বানাবো—শালা তোর ঠ্যাং ভেঙে ইজিচেয়ার যদি না বানিয়েছি ভবতোষ...

[একগাল পান চিবুতে চিবুতে হেলেদুলে ভবতোষ ঢুকল। পায়ে নতুন জুতো, গায়ে নতুন জামা। বগলে মস্ত বড় টর্চ। পরম নিশ্চিন্ত ভবতোষ।]

ভবতোষ ॥ কেমন আছো জামাইবাবু ? [ঘাড় ঘুরিয়ে রোমাঞ্চিত হয়ে ক্ষীরোদ।]

ক্ষীরোদ ॥ ভ-ব-তো-ষ !

ভবতোষ ॥ আমার দিদি ভালো আছে জামাইবাবু ?

ক্ষীরোদ ॥ তোমার দিদি ভালো আছে, তুমি ভালো আছো ত শালাবাবু !

ভবতোষ ॥ ভালো না। পিঠে একটা স্পনডেলাইটিস্ মতো হয়েছে !

ক্ষীরোদ ॥ অনেক কিছুই তো হয়েছে দেখছি ! নতুন জুতো হয়েছে, নতুন জামাটি হয়েছে। গোঁফটিও যেন নতুন দেখছি ভবতোষ !

ভবতোষ ॥ অ্যাই রাখলাম। একটু মুখ পাল্টে দেখছি !

ক্ষীরোদ ॥ বগলে ওটা ক ব্যাটারি ?

ভবতোষ ॥ অ্যাই হাফ-ডজনের মতো। তারপর তোমার ব্যবসার খবর বলো।

[টর্চটা জ্বেলে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে।]

কই, মালপত্তর কই ? অর্ডার-ফর্ডার ধরতে পারছ না ? নাঃ তোমায় দিয়ে বিজনেস চলবে না। কোয়ালিটি ভালো করো, জামাইবাবু কোয়ালিটি—

ক্ষীরোদ ॥ কোয়ালিটি ! (বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে ভবতোষের কলার চেপে ধরে) শালা, আড়াই মাস গত করে এখন দাঁত বার করে জোছনা বিলোতে এসেছো ! (ঝাঁকুনি দিয়ে) আমার সেগুন গাছ কই ?

ভবতোষ ॥ আরে কী হচ্ছে কি, আমার স্পনডেলাইটিস—

ক্ষীরোদ ॥ ধোস্ শালার স্পনডেলাইটিস ! পিটিয়ে পুলটিস বানাবো আজ ! আমার গাছ কেনার টাকা ঝেড়ে বাবুগিরি ফলানো হচ্ছে ! কোথায় ছিলি বল্—অ্যাদ্দিন কি করছিলি—

ভবতোষ ॥ যাঃ, বোতামটা ছিঁড়ে গেল তো ! সরো দেখি কোথায় পড়লো !

ক্ষীরোদ ॥ চো-ও-প্ ! কানের ওপর সানাইগুলো প্যাঁক দিয়ে যাচ্ছে। মলমাস এসে পড়ছে ! হয় আমার গাছ দিবি, নয় আমার টাকা দিবি !

[ক্ষীরোদ কুড়ুল হাতে নেয়। ভবতোষ র‍্যাকের পেছনে যায়।]

কোথায় পালাচ্ছিস—আজ রক্ষে নেই—

ভবতোষ ॥ (ক্ষেপে) কুড়ুল সরাও ! কী ভেবেছ বলো তো ? তোমার ভয়ে পালাচ্ছি ! নো মশাই নো ! বোতামটা খুঁজছি ! চন্দন কাঠের বোতাম—বোতাম যদি না পাই দিদিকে বলে দিচ্ছি। (জোরে) দিদি...

ক্ষীরোদ ॥ কী ছেলে ! আমার সর্বনাশ হয়ে গেল সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই—ফুটুসখানি বোতাম নিয়ে আদিখ্যেতা হচ্ছে। বেরিয়ে আয়—মেরে মীটসেফ বানাবো তোকে—

ভবতোষ ॥ আহা, কী কথার ছিরি ! অ্যাদ্দিন বাদে দেখা, ভালোমন্দ কথা নেই—ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়লো ! গাছ গাছ করে গেছোভূত হয়ে গেছে রে—

ক্ষীরোদ ॥ গেছোভূত !

ভবতোষ ॥ তা ছাড়া কি ? বলে কোথায় বনে জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে আসছি—হোল সাউথ চব্বিশ পরগণা ঢুঁড়ে এলাম ওনার গাছের হদিশ করতে গিয়ে—

ক্ষীরোদ ॥ আর ধাসা দিয়ে ফাঁসাস না ভবতোষ ! একটা গাছ কিনতে কারুর আড়াই মাস লাগে !

ভবতোষ ॥ তা দেখেশুনে কিনবো তো, নাকি ! বাছাবাছি করতে টাইম লাগবে না ? সব কি তোমার ধর্ তক্তা মার পেরেক ? গাছ বাছতে বাছতে ঢুকে গেছি সুন্দরবনে...

ক্ষীরোদ ॥ সুন্দরবনে ? বোস্ ! বোস্ !

ভবতোষ ॥ সুন্দরবন ! চারধারে গাছ গাছ—শুধু গাছ ! লম্বা গাছ বেঁটে গাছ—খাড়া গাছ বাঁকা গাছ—হেলা গাছ দোলা গাছ—মেলাই গাছ জামাইবাবু—গাছের মেলা—

ক্ষীরোদ ॥ মেলায় ঢুকে খেলা করছিলে ! আড়াই মাসে একটা গাছও বাছতে পারলে না ভাই ?

ভবতোষ ॥ বাছতে বাছতে চলে গেছি ইনটিরিয়রে—নিবিড় জংগল...তারপর...

ক্ষীরোদ ॥ (ব্যাকুল হয়ে) পেলি ?

ভবতোষ ॥ কই পেলাম ? গোড়া পছন্দ হয় তো আগা পছন্দ হয় না...আগা হয় তো গোড়া হয না...মানে আগাগোড়া মনে ধরে না। শেষে নদী পার হয়ে উঠলাম গিয়ে এক দ্বীপে। অজানা অচেনা এক দ্বীপ...

ক্ষীরোদ ॥ তোকে দ্বীপ আবিষ্কারে কে পাঠাল...মালটা পেলি কি পোল না ?

ভবতোষ ॥ পেলাম।

ক্ষীরোদ ॥ পেয়েছিস ?

ভবতোষ ॥ নাম্বার ওযান সরেস মাল জামাইবাবু, সে যা একখানা গাছ না ! মাইরি কি বলব !

ক্ষীরোদ ॥ (উত্তেজিত হয়ে) শাল না সেগুন ?

ভবতোষ ॥ আরে শাল সেগুনের খাপ খুলতে হবে না তার কাছে, সে গাছ শাল-সেগুনের জ্যাঠা।

ক্ষীরোদ ॥ কী—কী গাছ ?

ভবতোষ ॥ তেঁতুল !

ক্ষীরোদ ॥ (বিকৃত গলায) অ্যাঁ ! তেঁতুলগাছ !

ভবতোষ ॥ কম করে তিনশো বছর বয়েস ! লোকে বলে ও দ্বীপের ও তেঁতুলগাছের বয়সের কোনো গাছপাথর নেই গো !

ক্ষীরোদ ॥ শেষ পর্যন্ত তেঁতুলগাছ !

ভবতোষ ॥ তেঁতুলগাছ ! কেনা হযে গেছে—এভরিথিং কমপ্লিট। এখন চলো রাতের ট্রেনেই কুড়ুল করাত নিয়ে বেরিয়ে পড়ি—তেঁতুলগাছটাকে সাইজ করে কেটে লরি বোঝাই করে এনে ফেলি !

ক্ষীরোদ ॥ (কঁকিয়ে ওঠে) ডুবিয়েছে রে, হতভাগা শালা টাকাগুলোর ছেরাদ্দ করে এসেছে! ওরে শালা, তুই তেঁতুলগাছ কিনতে গেলি কোন আক্কেলে?

ভবতোষ ॥ ফার্নিচার হবে!

ক্ষীরোদ ॥ গুষ্টির পিন্ডি হবে! বিয়ের অর্ডার ধরবো বলে বসে আছি! কোন্ মেয়ের বাপ তেঁতুলকাঠের খাট আলমারি কিনবে রে!

ভবতোষ ॥ বাপ বাপ বলে কিনবে। কোন্ মিঞা তেঁতুল বলে সনাক্ত করে দেখি! বলছি কি, তিনশো বছরের ঘাগু মাল—পালিশ আর চেকনাইটি মেরে খালি ছেড়ে দাও—টংটং করে কথা বলবে। শোফা-কাম-বেড বানিয়ে বাসর ঘরে সাজিয়ে দাও, বরকনে ও জিনিস ছেড়ে উঠতেই চাইবে না—হ্যা হ্যা হ্যা—

ক্ষীরোদ ॥ (ভেংচি কেটে) হ্যা হ্যা হ্যা...দূর দূর! অতোকেলে গাছ—নির্ঘাৎ ভেতরে ঘুণ ধরেছে!

ভবতোষ ॥ ঘুণ ধরলে তুমি আমায় খুন করো। মাইরি গুঁড়িটাই হবে তোমার মতো চারটে লাশ। একখানা ডালে শেয়ালদার আধখানা প্ল্যাটফরম ঢেকে যাবে। কেল্ল...সে তো তেঁতুলগাছ না জামাইবাবু, মস্ত এক কেল্লা!

ক্ষীরোদ ॥ কেল্লা!

ভবতোষ ॥ তবে? ডালপালার পতাকা উড়িয়ে এমন করে আকাশখানা গার্ড করে দাঁড়িয়ে আছে, আর এমনি তার জেল্লা—দূর থেকে মনে হবে নবাব বাদশার কেল্লা!

ক্ষীরোদ ॥ (দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে) যতই হোক তেঁতুল ইজ তেঁতুল। নট শাল সেগুন—নট ইভন জাম অথবা জামবুল।

ভবতোষ ॥ (বেগে) অলরাইট, নিয়ো না! আমি কানাইয়ের দোকানে যাচ্ছি। লুফে নেবে! মাত্তর তিনশো টাকায় এত বড় একটা গাছ নেবে না?

ক্ষীরোদ ॥ (চমকে) মাত্তর তিনশো!

ভবতোষ ॥ ভাবতে পারো, ওনলি থ্রি হানড্রেড রুপিস্। কানাই—

[ভবতোষ বেরুতে যায়, ক্ষীরোদ হাত টেনে ধরে।]

ক্ষীরোদ ॥ কানাই তার দোকানে নাই! ভাই ভবতোষ, এত কমে পেলি! কী করে পেলি!

ভবতোষ ॥ ওইখানেই তো আমার ক্যাপাকাইটি!

ক্ষীরোদ ॥ ক্যাপাকাইটি!

ভবতোষ ॥ তবে শোনো জামাইবাবু, অচিন দ্বীপের তেঁতুলগাছ—বয়েস তার তিন শো—সে গাছে বাস করে কতো পাখি...কতো সাপ...কতো কাঠবেড়ালি...কতো মৌমাছি! মাঠের মাঝে দাঁড়িয়ে হাঁক পাড়ি—কার গাছ? আমরা শহরে নিয়ে যাবো গো—চেরাই করে ফাড়াই করে শহরের বাবুদের ঘর সাজানোর ফার্নিচার বানাবো গো—(থেমে) হঠাৎ...

ক্ষীরোদ ॥ হঠাৎ!

ভবতোষ ॥ একটা ষণ্ডামার্কা মদ্দ টলতে টলতে জঙ্গল ভেঙে বেরিয়ে এসে বলে, কার ঘাড়ে কটা মাথা নিয়ে যায় নীলাম্বর গায়েনের তেঁতুলগাছ? আমার ঠাকুর্দার

ঠাকুর্দা—তস্য ঠাকুর্দা রেখে গেছেন এই বৃক্ষ—আমার বংশের যত বয়েস, গাছেরও তত। আমার গাছে যে হাত দেবে, তার মুণ্ডু উড়ে যাবে—

ক্ষীরোদ ॥ ডাকাত! ডাকাত!...তুই কি করলি?

ভবতোষ ॥ ক্যাপাকাইটি—ক্যাপাকাইটি! গায়েন মশাইকে বগলদাবা করে নিয়ে গেলুম ভাটিখানায়। দু পাত্তর গিলিয়ে বলি, কত্তা, গাছ তোমার অশেষ পুণ্যবান। তিনশো বছর ধরে ঢেব পুণ্যি করেছে—এবার ধ্বানা হবে! তিন শো বছরের কলকাতা শহরে গিয়ে জাতে উঠবে গো—কোঠাবাড়ির শোভা বাড়াবে! ধরো কত্তা, তিনশো টাকা ধরো—লাগাও ফূর্তি—মালের ছর্‌রা বইয়ে দাও—

ক্ষীরোদ ॥ তারপর? তাবপব?

ভবতোষ ॥ মালের ভারে টলোমলো নীলাম্বর গায়েন ধপাস করে টাল খেয়ে পড়লো গো আমার পায়েব ওপর...

ক্ষীরোদ ॥ বেহুঁশ?

ভবতোষ ॥ আর ছাড়ি! হ্যাঁচকা মেরে টেনে নিলুম তার অবশ হাতখানা। বুড়ো আঙ্গুলটায় কালি মাখালুম। গাছ বিক্রি হচ্ছে—দাও টিপ দাও...মারো ছাপ...চুক্তিপত্রে মারো ছাপ! এই যে— [ভবতোষ টিপছাপ দেওয়া চুক্তিপত্র দেখায়।]

ক্ষীরোদ। ধন্যি ভবতোষ! ধন্যি তোর ক্যাপাক'ইটি!

ভবতোষ কাকপক্ষী জানতে পারল না, তিনশো টাকায় রফা হ'লো, অত্তোবড় তিন্তিড়ি বৃক্ষ!

ক্ষীবোদ। (ভবতোষকে জড়িয়ে চুমু খেয়ে) জয়! জয় বাবা সিদ্ধিদাতা গণেশ!
[গণেশ-মূর্তিতে প্রণাম করে, লম্বা কুড়ুলটা বনবন ঘুরিয়ে চিৎকার করে ওঠে।]
চল গাছটা কেটে নিয়ে আসি—চল্ শালা, চল্—
[কুড়ুলের পাকেব সংগে ট্রেনেব হুইসিল বেজে ওঠে। চলমান রেলগাড়ির শব্দ এবং আলোছায়ায় দ্রুতলয় নাচন একযোগে শুরু হয়। কোন ফাঁকে যে ক্ষীরোদ ও ভবতোষ দু'তলা ব্যাকেব নিচতলায় জায়গা করে নিয়েছে, বোঝা যায় না। ক্ষীবোদ বসে আছে, ভবতোষ শুয়ে! ধরা যাক, এটা রেলগাড়ির কামরা।]

ক্ষীরোদ (একটা দুর্গন্ধ নাকে আসছে) উঁ! উঁ! ওয়াক থুঃ! কী আঁশটে গন্ধ রে বাবা! হ্যাক থুঃ! বললুম, চল সামনেব কামবায় উঠি! না, এইটে এক দম ফাঁকা! তুললো এক মেছো বগিতে! হ্যাক থুঃ! সাঁতসেঁতে অন্ধকার—মানুষ ওঠে! তবে একটা সুবিধে, চেকারও ওঠে না। টিকিট লাগছে না! হ্যাক্ থুঃ থুঃ!
[ভবতোষের নাক ডাকছে।]
এর মধ্যে নাক ডাকিয়ে ঘুমুতে পারছিস! ধন্যি ক্ষ্যামতা তোর ভবতোষ, পাশবিক ক্ষ্যামতা! [ভবতোষেব একখানি পা ক্ষীরোদেব কোলে উঠে এলো।]
অ্যাই...অ্যাই ননসেনস..উল্লুক—(থেমে) না, দে পা দে। আর তোকে গালাগাল দেবো না! বিরাট কাণ্ড করেছিস রে, তিনশো বছরের গাছ কিনেছিস তিনশো টাকায়! বছরে পড়লো এক টাকা! শালার বুদ্ধি আছে! মাল খাইয়ে মুখ্যু

চাষার মাথায় হাত বুলিয়েছে।...কেল্লা মাত করেছিস ভাই। দে, ও পা-টাও দে! [ভবতোষের দ্বিতীয় পা কোলে নেয়।]

(আদুরে গলায়) আমার শালাবাবু! আমার বৌ আর তুই এক পেটে জন্মেছিস! ভাবা যায়, তুই আমার কতো আপন! আমার জন্যে ঘুরে ঘুরে স্পনডেলাইটিস্ বাঁধিয়েছে! এই জন্যে বলে, শ্বশুরের মেয়ে তবু ঠকায়, কিন্তু শ্বশুরের ছেলে! নৈব নৈব চ। নেভার! হ্যাক্ থুঃ!

[ট্রেনের হুইসিল। ঝকঝক শব্দটা কথার মধ্যে থেমে ছিল। আবার একপ্রস্থ শোনা গেল।]

কখন পৌঁছুবো সেই দ্বীপে—সেই বাদাবনের অচিন দ্বীপে? গিয়েই আরো খান চল্লিশেক কুড়ুল ভাড়া করতে হবে। কাল সানরাইজের সঙ্গে সঙ্গে গোড়ায় পয়লা কোপটা মারতে চাই—সানসেটও হবে, অচিন দ্বীপের কেল্লাও ভূতলে লাট খাবে! হ্যা হ্যা হ্যা—তেঁতুলগাছ ও চল্লিশ কুড়ুল—আলিবাবা ও চল্লিশ দস্যু! হ্যা হ্যা হ্যা...হ্যাক্ থুঃ থুঃ!...কী রকম কাঠ হবে রে, অ্যাই ভবতোষ?...যা বলল তাতে শতখানেক বিয়ের খাট আলমারি বেরিয়ে আসবেই! থুঃ! ছাঁটছুট যা থাকছে, তা দিয়ে সামনের রথের মেলায়—মেলা এবার ভাসিয়ে দিচ্ছি! কিছু না হোক, এক কুড়ি মীটসেফ—দু'কুড়ি আলনা, চারকুড়ি পিঁড়ি—শ'দুচ্চার ইঁদুর-কল তো হচ্ছেই! (আনন্দে গুনগুন করে) ছি ছি এত্তা জঞ্জাল—এত্তা বড় গাছমে এত্তা পয়মাল—

[ভবতোষের একটা পা লাফিয়ে উঠে ক্ষীরোদের থুঁতনিতে ঠকাস করে লাগল। একটু চুপ করে থেকে]

টিপ দেখেছো! হারামজামা সত্যিই ঘুমুচ্ছে, নাকি মট্কা মেরে কিক্ ঝাড়ছে! অ্যাই ভবতোষ! আচ্ছা সত্যিই ও তেঁতুলগাছটা কিনেছে তো? কী জানি, গাছটা আদপে আছে তো, অ্যাঁ! সেই কোথায় কোন্ ওপারে...কোন্ দ্বীপে! এর মধ্যেও ভবতোষের কোনো ক্যাপাকাইটি নেই তো? হয়তো আমার টাকা খরচ করে ব্যাটাচ্ছেলে পিঠের ছাল বাঁচাতে গপ্পো ফেঁদেছে। পারে...হতে পারে! ধরো তিনশো বছরের অমন একটা লুব্ধ করার মতো গাছ—অ্যাদ্দিন জ্যান্ত আছে কি করে? ধরো যেখানে শহরে নিত্যি নতুন বিশতলা বাইশতলা বাড়ি উঠেছে—গাদাগাদা দরজা জানালা লাগছে—ডেকরেশনের ফার্নিচার লাগছে—গাদা গাদা কাঠ লাগছে—গাঁকে গাঁ সাফ হয়ে যাচ্ছে—সেখানে অমন একটা জাঁকালো গাছ দ্বীপ জাঁকিয়ে আজো দাঁড়িয়ে আছে—আজো বলিদান হয়নি—এ কী হয়? ওয়াক্ থুঃ থুঃ—(নাক টিপে, নাকী গলায়)—ভঁবতোষ—অ্যাঁই ভঁবতোষ—

ভবতোষ ॥ (চমকে) কে! কে!

ক্ষীরোদ ॥ আঁমি রে—তোর জাঁমাইবাবু! চঁমকালি কেন? হেঁ হেঁ...

ভবতোষ ॥ ভূতের মতো নাকে কথা বলছো কেন?

ক্ষীরোদ ॥ গঁন্ধ—গঁন্ধ! পঁচা গঁন্ধ। হ্যাঁরে ভবতোষ, আমার তেঁতুলগাছটা—

ভবতোষ ॥ মুখের কাছে মুখ এনো না তো। তোমার গালেও বেঁটকা গন্ধ।

ক্ষীরোদ ॥ আহা! আর তোমার দিঁদির গাঁলে কী? চাঁটগাঁয়ের মেঁয়ে। ভঁক্ ভঁক্ করেছে শুঁটকি মাছের সুঁবাস। আমার গাঁল সে তুলনায় বেঁলফুঁল!

ভবতোষ ॥ কোন্ স্টেশন? অ্যাই শশা!...শশা কেনো তো—

ক্ষীরোদ ॥ শঁশাঁ খাবি! খাঁ না, কত খাঁবি খাঁ...তোর কাছে তো আমার সাঁইত্রিশ শোঁ টাকা রয়েছে।

ভবতোষ ॥ কীসের সাঁইত্রিশ শো—

ক্ষীরোদ ॥ বাঁ বাঁ বাঁ বাঁ! চাঁর হাঁজার নিয়ে বেরিয়েছিলি—তিনশোঁতে গাঁছ কিনলি—সাঁইত্রিশই তো থাঁকবে—

ভবতোষ ॥ তিনশো বলেছি বুঝি? ওটা ছ'শো হবে।

ক্ষীরোদ ॥ (নাক ছেড়ে পরিষ্কার গলায়) কোন্টা ছ'শো? গাছের দাম তো তিন শো?

ভবতোষ ॥ গাছের দাম তিনশো—ফলের দাম আরো তিনশো—

ক্ষীরোদ ॥ ফল মানে—কী ফল?

ভবতোষ ॥ তেঁতুলগাছে কি আপেল ফল হবে! তেঁতুল! ইয়া বড বড তেঁতুল ঝুলছে! এক্সট্রা তিনশো লাগল।

ক্ষীরোদ ॥ কেন, ফলের দাম এক্সট্রা কেন দেবো রে, আমি তো গোটা গাছটাই কিনেছি!

ভবতোষ ॥ তাতে কি? ফল আর গাছ এক হলো? তেঁতুল দিয়ে চাটনি হয়, তেঁতুলগাছ দিয়ে হয় চাটনি? এমন মাথা-মোটা কথা বলো না—

ক্ষীরোদ ॥ আরে বাবা, ফল তো গাছেই থাকে, না কি?

ভবতোষ ॥ তাতে কী হ'লো? কাঁচ তো আলমারির গায়েই লটকে থাকে, তা কাঁচ লাগানো আলমারি যখন বিক্রি কবো, নিজে কাঁচের দাম আলাদা ধরো না—

ক্ষীরোদ ॥ চোপ! তিন শো টাকার বেশি এক পয়সা দেবো না!

ভবতোষ ॥ দেবে না আবার কি? দেওয়া হয়ে গেছে—

ক্ষীরোদ ॥ হয়ে গেছে!

ভবতোষ ॥ হুঁ, বেস্পতি ফলেব দাম নিযে নিয়েছে।

ক্ষীরোদ ॥ বেস্পতি! বেস্পতি আবার কে?

ভবতোষ ॥ ঐ যে গো, ঐ ডাকাত নীলাম্বরের জ্যাঠতুতো ভাইয়ের ছোট মেয়ে। আহা বড় দুঃখী মেযে জামাইবাবু! সারা মুখে পক্সের গর্ত। দেখি গাছতলায় দাঁড়িয়ে চোখে আঁচল দিয়ে কাঁদছে। ঐ ফল বেচা টাকায তার নাকি বিয়ে হবার কথা ছিল! এখন গাছটা চলে গেলে, সব আশা শেষ! বড্ড দুঃখ হলো জামাইবাবু। দিয়ে দিলুম ছ শো টাকা—

ক্ষীরোদ ॥ একটি থাপ্পড়ে সব তক্তা ফাঁক করে দেবো তোর। কাঁহাকা মুদগর! কোথাকার বেস্পতি শনি-কে টাকা বিলোচ্ছে? (ভবতোষকে খামছে ধরে) কী ভেবেছিস র‍্যা, টাকার গাছ আছে আমার—টাকার গাছ?

ভবতোষ ॥ ছাড়ো তো। ভালো করে শুনবে না কিছু না, গেছোভূতের মতো খামচাতে শুরু করবে!

ক্ষীরোদ ॥ শালা তুই বললি গাছ কেনা হয়েছে গোপনে। গাঁয়ের কাকপক্ষী জানে না! তবে বেস্পতি জানলে কোত্থেকে—

ভবতোষ ॥ তাইতো অবাক!

ক্ষীরোদ ॥ ভবতোষ!

ভবতোষ ॥ তখন টাকা না দিয়েও বক্ষে নেই...যদি বেস্পতি আবো পাঁচকান করে! তিনশো দিলুম ফলের দাম, আবো তিনশো দিয়ে বস্পতিব মুখ চাপা দিলুম। তাছাড়া গাছটা নীলাম্বরের হলেও ফলেব অংশে বেস্পতিদেব। জানো জামাইবাবু বেস্পতিব সবকটা বোনেব বিয়ে হয়েছে, ঐ ফলবেচা টাকায়। এটাই ওদেব বংশেব নিয়ম। মেয়েটা গাছ ধবে কি কান্না কাঁদছিল জামাইবাবু!...আইবুড়ো মেয়েব কান্না সহ্য কবা যায়? তুমি পাবো?

ক্ষীরোদ ॥ চেন টান!

ভবতোষ ॥ অ্যাঁ?

ক্ষীরোদ ॥ চেন টান—আমি বাড়ি যাবো।

ভবতোষ ॥ গাছ?

ক্ষীরোদ ॥ নেবো না—ন শো টাকা দিয়ে তেঁতুলেব বাচি আমি কিনবো না। দে, পুরো চাব হাজাব টাকা গুণে দে শালা।

ভবতোষ ॥ মহা গ্যাঁড়াকলে পড়লুম তো। কোত্থেকে আমি এখন একে টাকা দেবো? গাছ না নিলে কি তাবা টাকা ফেবত দেবে? উল্টে আবো তিনশো টাকা তাদেব কমপেনসেশান দিতে হবে!

ক্ষীরোদ ॥ চেন টান! [ট্রেনেব শব্দ। হু হু বেগে ট্রেন ছুটে চলেছে।]

ভবতোষ ॥ ঠিক আছে, টানছি।

ক্ষীরোদ ॥ চোপ শালা। নশো টাকা গোল্লায় দিয়ে আমায় চেন টেনে বাড়ি ফিবিয়ে দিচ্ছে বে!

ভবতোষ ॥ দব ছাতা, নিজেই তো বললে টানতে!

ক্ষীরোদ ॥ আমি বললেই তুই টানবি! আমাব মনেব অবস্থাটা দেখবি না!—শালা, সে তো বোঝেবই ভাই, আব কতো হবে! তোদেব বংশব সবাই অবিশ্বাসী!

ভবতোষ ॥ ঠিক আছে, টানবো না। চুপ কবে বসো।

ক্ষীরোদ ॥ টান...চেন টান! শিগ্‌গিব নামিয়ে দে। অ্যাই দ্যাখ না যদি টানিস, আমি কিন্তু ঝাঁপ দেবো...দিলুম ঝাঁপ— [ক্ষীরোদ ঝাঁপ দিতে উদ্যত হয়।]

ভবতোষ ॥ জামাইবাবু -জামাইবাবু—

[ভবতোষ পেছন থেকে ক্ষীরোদেব কোমব জড়িয়ে ধরে। ভীষণ শব্দে ট্রেন ছুটে চলেছে। আলোছায়া ছুটোছুটি কবছে দু'জনেব দেহেব ওপব। ট্রেনেব শব্দ ও আলোব নাচন বন্ধ হতে মঞ্চ স্বাভাবিক চেহারায় ফিবে এল। দেখা গেল ক্ষীরোদ ও ভবতোষ ব্যাকেব ওপরেব তাকে উবু হয়ে বসে রয়েছে। অল্প অল্প দুলছে। মোটরেব হরন বাজছে। মনে কবা যাক ব্যাকেব ওপবেব তাকটা বাসেব ছাত।]

ক্ষীরোদ ॥ (বিপর্যস্ত) ভবতোষ—ওরে ভবতোষ—

ভবতোষ ॥ কি হ'লো কি ? শক্ত করে ধরে বসো না !

ক্ষীরোদ ॥ সর্বাঙ্গ ব্যথা হয়ে গেল। কি মান্ধাতা আমলের বাস রে বাবা—

[হঠাৎ ভবতোষের ঘাড়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে।]

বাবাগো—

ভবতোষ ॥ ওঃ ঘাড়ে পড়ো না। স্পনডেলাইটিস্—

ক্ষীরোদ ॥ ঝাঁকুনি রে শালা !

ভবতোষ ॥ ঝাঁকুনি তো হবেই। বাদাবনের মেঠো পথ। রেড্‌রোড পেয়েছ ? দোকানের গদিতে বসে বসে বডিখানা একেবারে লুজবুজে করে রেখেছ !

ক্ষীরোদ ॥ চোপ্ ! রেলে তুললো মেছো কামরায়, বাসে ওঠালো ছাতে ! এইভাবে বসে কেউ যেতে পারে—

ভবতোষ ॥ আরে বাবা দেখলে তো, ভেতরে স্ক্রু ঢোকাবারও জায়গা নেই। গাদা গাদা মানুষ—গাদা গাদা ছাগল, মুর্গি, মেয়েছেলে—গুড়ের নাগরি, বাচ্চাকাচ্চা, বুড়োবুড়ি, কদু কুমড়ো—ওর মধ্যে ঢুকলে থেঁতলে যেতে !...ফাঁকায় ফুঁকোয় দেখতে দেখতে চলো—দ্যাখো না গাছপালা, খানাখন্দ, ধানের ক্ষেত, জনমজুর—ওই ওই দ্যাখো জামাইবাবু গোসাপ—পা-অলা রেপটাইল—ওই চলে যাচ্ছে—ঠিক যেন ডাঙার কুমীর—দ্যাখো দ্যাখো—

ক্ষীরোদ ॥ আহা, দেখাবার আর জিনিস পেল না ! বেলা তিনটের সময়...মাথায় ফাটছে বোশেখ মাস...পাছা যাচ্ছে ঝলসে...শালা আমায় বেপটাইল দেখাচ্ছে ! সত্যি করে বল্, জঙ্গলের মধ্যে কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস ?

ভবতোষ ॥ তেঁতুলগাছ আনতে—

ক্ষীরোদ ॥ কোথায় তেঁতুলগাছ ?

ভবতোষ ॥ সে এক দ্বীপে।

ক্ষীরোদ ॥ কোথায় সে দ্বীপ ?

ভবতোষ ॥ সে এক নদীর ওপারে।

ক্ষীরোদ ॥ কদ্দূর সে নদী ?

ভবতোষ ॥ তা বলা যায় না। পাঁচ মাইলও হতে পারে, আবার পঁচিশ মাইলও...

ক্ষীরোদ ॥ ভবতোষ !

ভবতোষ ॥ আহা, এ লাইনে কেউ ঠিক করে বলতে পারে না—কোন্ জায়গা কদ্দূর। মানে বাস তো এক রুট ধরে রোজ চলতে পারে না—কোনোদিন মাঠ ভেঙে যায়—কোনোদিন পথে বাঘ পড়লো—খানা টপকে গেল—এক এক দিন এক এক রকম রুট, এক এক রকম মাইলেজ—এক এক রকম ক্যাপাকাইটি—

ক্ষীরোদ ॥ বাঘ !

ভবতোষ ॥ রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার !

ক্ষীরোদ ॥ সুঁদোরবনের বাঘ !

ভবতোষ ॥ নরখাদক !

ক্ষীরোদ ॥ উফ্!

ভবতোষ ॥ চুপ! চুপ করে থাকো!

ক্ষীরোদ ॥ (ঘ্যানঘ্যান করে) চল্ আগে ফিরে যাই। শালা তোকে উপুড় করে ফেলে সোফা-কাম-বেড বানাবো। আমাকে বাঘের পেটে রেখে যাবে বলে এনেছে। কাল সন্ধ্যেবেলা থেকে এ পর্যন্ত পেটে পড়েছে খানকতো আলুর চপ। অনন্ত পথ! কোথায় যাচ্ছি! মাইরি তেঁতুলগাছটা সত্যি তো!

ভবতোষ ॥ (জোরে) সামলে! সামলে! সামনে কালভার্ট!

[যেন প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেয়ে কেঁপে উঠল ক্ষীরোদ।]

ক্ষীরোদ ॥ আমার কি রকম সন্দ হচ্ছে, গাছটা পাশ্বে না!

ভবতোষ ॥ আঃ থেকে থেকে গাছ গাছ করো না তো! কার কানে যাবে—বাগড়া দেবে।

ক্ষীরোদ ॥ মনে হচ্ছে সে পর্যন্ত পৌঁছুতেই পারব না! চলতে চলতে উল্টে পড়ে মরে যাবো!

ভবতোষ ॥ এঁটে বসো। দ্যাখো দ্যাখো কতো মানুষ, মুর্গী, মেয়েছেলে, ছাগল বাসের গায়ে দিব্যি ঝুলতে ঝুলতে যাচ্ছে—কেউ তোমার মতো ভয় খাচ্ছে?...ক্যাপাকাইটি জামাইবাবু, সবই ক্যাপাকাইটি!

ক্ষীরোদ ॥ সবাই মিলে এক বাসে চড়ে কোথায় যাচ্ছে রে?

ভবতোষ ॥ কে জানে! হয়তো সবাই মিলে ঐ তেঁতুলগাছের কাছেই চলেছি—

ক্ষীরোদ ॥ (রেগে) কেন, সবাই আমার তেঁতুলগাছের কাছেই যাবে কেন?

ভবতোষ ॥ পারে তো! ধরো ঐ যে লোকটা ঝুলছে...হয়তো একজন কোবরেজ...হয়তো ঐ গাছের শেকড়-বাকল আনতে যাচ্ছে! ঐ যে ধনুক-হাতে লোকটা...হযতো ব্যাধ—ঐ গাছের পাখি মেরে খায়! ঐ যে রোগা শুঁটকো লোকটা...সাতদিন খায় নি...চারটে তেঁতুল ছিঁড়ে বেচে চাল কিনে খাবে—হতে পারে না জামাইবাবু?

ক্ষীরোদ ॥ খাওয়াচ্ছি! (ঝপ করে কুড়ুল তুলে) এক খোঁচা মেরে ফেলে দেবো শুঁটকোটাকে—

ভবতোষ ॥ অ্যাই, অ্যাই জামাইবাবু কি করো?

ক্ষীরোদ ॥ কেন, আমার গাছে হাত দেবে কেন? গাছ এখন আমার। মামদোবাজি পেয়েছে! নগদ ন'শো টাকা দিয়ে কেনা গাছ—

ভবতোষ ॥ ন'শো না জামাইবাবু, আরো ছ'শো যোগ করো।

ক্ষীরোদ ॥ হোয়াট?

ভবতোষ ॥ হ্যাঁগো, আরো ছ'শো দিতে হ'লো নীলাম্বরের খুড়ো ঐ বুড়ো পীতাম্বর গায়েনকে।

ক্ষীরোদ ॥ তিন শো-টু ছ'শো-টু ন'শো-টু পনেরোশো! চালাকি পেয়েছিস?

ভবতোষ ॥ না দিলে কিছুতে যে বুড়ো মগডাল ছাড়বে না গো।

ক্ষীরোদ ॥ মগডাল!

ভবতোষ ॥ ছ'শো!

ক্ষীরোদ ॥ গাছ কিনেছি...ফল কিনেছি...মগডাল ফ্রী পাবো না? শালা মগডাল ছাড়া গাছ হয়?

ভবতোষ ॥ মগডালটা যে বুড়োর ভাগে।

ক্ষীরোদ ॥ হোয়াট ?

ভবতোষ ॥ মগডালের আগুনে বুড়ো পুড়বে !

ক্ষীরোদ ॥ মগডালের আগুন !

ভবতোষ ॥ হ্যাঁগো, গায়েন বংশের দস্তুর, যে যখন মরবে ঐ গাছের মগডাল কেটে এনে তাকে পোড়ানো হবে। এখন বুড়োর মরার টাইম এসে গেছে...মগডাল ক্লেম করলো...

ক্ষীরোদ ॥ হোয়াই তেঁতুলের মগডাল !...হোয়াই নট বাবলা কাঠ...বাবলায় পুড়লে কী ক্ষেতি হবে বুড়োর ?

ভবতোষ ॥ বলেছিলুম। বলে, বাবলায় পুড়লে না কি বংশের মুখ পুড়বে ! বলে, গাছ কিনেছ...গাছ কেটে নিয়ে যাও, কিন্তু যেখানকার মগডাল সেখানে যেন থাকে।

ক্ষীরোদ ॥ ইমপসিবল্।

ভবতোষ ॥ বলো, গাছ কেটে মগডাল বাঁচানো যায় ?

ক্ষীরোদ ॥ শুয়ারকা বাচ্চা...শুয়ারকা বাচ্চার বংশ ! শুয়ার কা পাল শরিক ! মগডালেও শরিক !

ভবতোষ ॥ শুধু মগডালে ! নিচের দিকের ডালেও আছে।

ক্ষীরোদ ॥ নীচের ডালেও শরিক আছে—হোয়াট ?

ভবতোষ ॥ হ্যাঁগো, ঐ নীলাম্বরের পিসি—সে নাকি পেটের জ্বালায় নিচের ডালে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিল—

ক্ষীরোদ ॥ বাঁচা গেছে। হারামজাদী আর ছ'শো টাকা ক্লেম করতে পারলো না !

ভবতোষ ॥ ন'শো ক্লেম করেছে। আছো কোথায়...ন'শো ক্লেম করেছে পিসির ছেলেরা। বলে আমাদের জননীর আত্মহত্যার স্মৃতি !

ক্ষীরোদ ॥ করাতি...করাতি দিয়ে স্মৃতি ফালা ফালা করে দেব শালা ! দিচ্ছে কে ন'শো—বোঝো শালা, মা মরে ভূত হয়ে গেছে—সেই ভূতের ডাল বেচে নেবে ন'শো !

ভবতোষ ॥ নেবে কি, নেওয়া হয়ে গেছে। (ক্ষীরোদ চুপ) পুরো ন'শো গুনে নিয়ে তবে শুনলো। এইসব বাদা জঙ্গলের লোকগুলো এমন জোঁকের মতো টেনে ধরে না—পিলপিল করে আসে। পিসির ছেলের' গেল তো মাসির শাশুড়ি এলো—(কেঁদে) মওকা ভেবে আমি ওদের মাথায় হাত বুলুতে গিয়েছিলাম, ওরা আমার গ্যাঁট খালি করে দিয়েছে জামাইবাবু...সাতগুষ্টির মুখ চাপা দিতে দিতে...চার হাজারই কাবার হয়ে গেছে জামাইবাবু !

ক্ষীরোদ ॥ চেন টান...

ভবতোষ ॥ অ্যাঁ !

ক্ষীরোদ ॥ চেন টান !

ভবতোষ ॥ বাসের ছাতে চেন কোথায় জামাইবাবু ?

ক্ষীরোদ ॥ (সরু গলায়) রোক্‌কে ! রোক্‌কে ! অ্যাই বাস রোক্‌কে—

[লাফ দিতে উদ্যত হয়।]

ভবতোষ ॥ জামাইবাবু—জামাইবাবু...

ক্ষীরোদ ॥ শুয়ারকা বাচ্চা, আমার সব টাকা গোল্লায় দিয়েছে রে!

ভবতোষ ॥ আমায় ক্ষমা করো...জামাইবাবু, আরো হাজার টাকা লাগবে!

ক্ষীরোদ ॥ হে মা কালী, তুমি আমায় নাও—

[ক্ষীরোদ উন্মাদের মতো ঝাঁপ দিতে যায়—হঠাৎ ভীষণ জোরে টায়ার বার্স্ট করার শব্দ হয়।]

ভবতোষ ॥ যাঃ, টায়ারটা গেল ভাগ্যিস! নইলে যে লাফ দিচ্ছিলে, নির্ঘাৎ মাথা চৌচির হয়ে যেত! নাও, এবার ধীরে সুস্থে নামো।

ক্ষীরোদ ॥ গাড়ি আর এগুবে না?

ভবতোষ ॥ আর কি করে এগুবে! ঐ যে সবাই নেমে যাচ্ছে! নামো—

ক্ষীরোদ ॥ নগদ পয়সায় টিকিট কেটেছি...এখানে কেন নামবো? কথা রয়েছে সেই নদীর পাড় অবধি নিয়ে যাবে! এই বাস চলো—

ভবতোষ ॥ আরে তুমি তো নিজেই লাফ দিয়ে নামছিলে...

ক্ষীরোদ ॥ সে আমি লাফ দিই আর যাই করি বাস কেন চলবে না? মামদোবাজি! শালা, লজঝড়ে গাড়ি নিয়ে রুটে বেরুনোর মজা দেখাচ্ছি! চলো...

[কাঠের উপর ঝপাঝপ চাপড় হাঁকিয়ে শব্দ তোলে।]

এই বাস চলো! আভি চলো—জলদি চলো—

ভবতোষ ॥ কেন হাঙ্গামা পাকাচ্ছ অনর্থক! গাছ তো তুমি নেবে না!

ক্ষীরোদ ॥ কে বলেছে নেবো না? আলবাত্ নেবো!

ভবতোষ ॥ অনেক শরিক...আরো হাজার দুয়েক টাকা লাগতে পারে জামাইবাবু।

ক্ষীরোদ ॥ লাগুক টাকা। কুছ পরোয়া নেই। শালা আমার কি টাকার অভাব! (কোমরের জামা তুলে দেখায়) এই দ্যাখ, গেঁজে ভরতি টাকা। তেঁতুলকাঠ বার্মাটিক বলে চালিয়ে সব পয়সা তুলে নেব! হ্যা হ্যা হ্যা! এই বাস চলো—

ভবতোষ ॥ গাছ তুমি নেবেই!

ক্ষীরোদ ॥ নেবো না? এমন গাছ কোথায় পাবো রে! কোটরে কাঠবেড়ালি...নিচের ছালে গলায় দড়ি...ফল বেচে মেয়েরা যায় শ্বশুরবাড়ি...মগডালে পুড়ে বুড়োরা যায় যমের বাড়ি—

ভবতোষ ॥ ও গাছ তুমি নিতে পারবে না জামাইবাবু! গাছের সারা গায়ে দেখবে থরে থরে ঢ্যালা বাঁধা! যার ছেলেপুলে হয় না, সেও যেমন ঢ্যালা ঝুলিয়ে মানত করে যায়, যার ঘনঘন হয়—সেও তেমন ঘনঘন ঝোলায়...আর যাতে না হয়—

ক্ষীরোদ ॥ মানতের গাছ!

ভবতোষ ॥ ভগবান...ও গাছ নাকি ও অঞ্চলের ভগবান!

ক্ষীরোদ ॥ ভগবান!

ভবতোষ ॥ হ্যাঁগো, সাত গায়ের লোক মানত করে যায়। ভগবান, অন্ন দাও বস্তর দাও পরমায়ু দাও। ভগবান, বেঁচে থাকার মুরোদ দাও, বাঘ ভালুক দত্যিদানোর সাথে লড়াই করার ক্ষ্যামতা দাও—ও যে-সে গাছ না, সাতখানা গাঁয়ের ভগবান! ভগবানেরে তুমি কাটতে পারবে জামাইবাবু?

ক্ষীরোদ ॥ পারবো ! নাশ করবো ভগবান। কেটে লাশ বানাবো ভগবানের। আমার লাভ চাই, লাভ চাই, আমি বুঝি ব্যবসা। শহরের বুকে শতখণ্ড হয়ে ছড়িয়ে যাবে বাদাবনের ভগবান। হ্যা হ্যা হ্যা—নাম...নাম ভবতোষ। নেমে আয়...আমরা ভগবানের বৃষকাঠ বয়ে নিয়ে যাই—

[ক্ষীরোদ ও ভবতোষ র‍্যাকের ওপর থেকে নেমে পড়ে, সামনের মঞ্চে হাত ধরাধরি করে ছুটতে থাকে—মানে যেন ছুটছে। ক্ষীরোদের একহাতে কুড়ুল, এক হাতে জুতো। ভবতোষের বগলে ঝোলানো টর্চ দুলছে।]

(ছুটতে ছুটতে) ছোট...জোরসে ছোট...আউর থোড়া...আউর থোড়া—

ভবতোষ ॥ (হাঁপাচ্ছে) কালবোশেখী ! ও জামাইবাবু কালবোশেখি আসছে। দ্যাখো, সামনের আকাশ আলকাতরা !

ক্ষীরোদ ॥ চল্—চল্—জোরে ছোট শালা— [সারা মঞ্চে মেঘের ছায়া ছড়িয়ে পড়েছে।]

ভবতোষ ॥ ওরে বাবা ! আর পারছি না—পারছি না—(বলতে বলতে থমকে দাঁড়ায ভবতোষ) জামাইবাবু ! ঐ দ্যাখো—মাথা দেখছো—কেল্লার মাথা !

ক্ষীরোদ ॥ কেল্লা !

ভবতোষ ॥ ওটা কালবোশেখির মেঘ না গো, তোমার তেঁতুলগাছের মাথা !

ক্ষীরোদ ॥ অ্যাঁ ! ঐ তো—ঐ তো !

ভবতোষ ॥ এখনো মাইল পাঁচেক—

ক্ষীরোদ ॥ ঐতো আমার গাছ ! ঐতো— [ক্ষীরোদ ও ভবতোষ আবো জোরে ছুটছে।]

ভবতোষ ॥ দাঁড়াও ! সামনে নদী গো !

ক্ষীরোদ ॥ ঝাঁপা শালা...লাগা ঝাঁপ !

[ক্ষীরোদ ও ভবতোষ যেন জলে ঝাঁপ দিল। ঝপাং শব্দ হ'লো। ভবতোষ হাত পা ছুঁড়ছে। যেন ডুবে যাচ্ছে।]

ভবতোষ ॥ ডুবে যাবো, ডুবে যাবো জামাইবাবু—

ক্ষীরোদ ॥ আঃ ঝামেলা করিস নে ! ওপারে চল্ ! প্রায এসে গেছি।

ভবতোষ ॥ আকাশটা দেখেছ ? এবার সত্যি সত্যি কালবোশেখি আসছে গো—

ক্ষীরোদ ॥ আসুক ! গাছ চাই আমার—আভি চাই -জলদি চাই—

ভবতোষ ॥ বাতাস ছেড়েছে...ঝড় আসছে !

ক্ষীরোদ ॥ আসে আসুক ! কোই বাত্ নেই ! ঝড়ের মধ্যে গাছের গোড়ায় কোপ পাড়ি ! হাঃ হাঃ হাঃ—

ভবতোষ ॥ (বিপর্যস্ত) ঐ ঐ দ্যাখো বাতাসের জোর বাড়ছে, স্রোত বাড়ছে ! এ সব বাদাবনের নদী তুমি জানো না জামাইবাবু, হঠাৎ ক্ষেপে যায়, তোলপাড় করে দেয়...ফিরে চলো জামাইবাবু—

ক্ষীরোদ ॥ (কুড়ুল তুলে) ফের ফেরার কথা বলবি কি, একদম ফাড়াই করে ফেলবো শালা ! [মেঘের ডাক, স্রোতের গর্জন।]

ভবতোষ ॥ (ভীষণ জোরে) জামাইবাবু—

ক্ষীরোদ ॥ গাছ না নিয়ে তোর জামাইবাবু ফিরবে না !

[ঝড়ের গর্জন বাড়লো। সারা মঞ্চ অন্ধকার হয়ে এল। নিকষ অন্ধকার।]

ভবতোষ ॥ (অন্ধকারে) জামাইবাবু—জামাইবাবু—কোথায় তুমি ? কোথায় গেলে ! (চারদিকে টর্চের আলো ফেলে) এই মরেছে ! জামাইবাবুগো—তুমি বেঁচে আছো—

ক্ষীরোদ ॥ (অন্ধকারে) চুপ ! চুপ ! অতো মশাল জ্বলছে কেন রে ভবতোষ ?

ভবতোষ ॥ মশাল !

ক্ষীরোদ ॥ আমার গাছতলায় ! মশাল কেন ! ওরা কারা ? সারি সারি মশাল !

ভবতোষ ॥ (হঠাৎ) এই সর্বনাশ করেছে গো। নির্ঘাৎ তারা খবর পেয়ে গেছে, আমরা গাছ কেটে নিয়ে যাবো।

ক্ষীরোদ ॥ তারা কারা ?

ভবতোষ ॥ তারা ! তারা ! সাত গাঁযের লোক—যারা মানত করে ইঁট ঝুলিয়ে যায়। ঐ দ্যাখো, ওদের হাতে হাতে সড়কি—

ক্ষীরোদ ॥ কেন, সড়কি কেন ?

ভবতোষ ॥ চালাবে, গাছ কাটতে গেলে বুকে বসাবে। যে ভয় করছিলাম সারাক্ষণ !

ক্ষীরোদ ॥ (হা হা করে হেসে) টাকা—টাকা চাই ? দেব—টাকা দিয়ে সবার সড়কির মুখ মাটিতে ঠুসবো !—গেঁজে ভরতি টাকা আমার ! প্রত্যেকটা ঢ্যালার বদলে টাকা দেব—

ভবতোষ ॥ হবে না—টাকাতেও শুনবে না ! ঐ গাছ ওদের ভাতভিক্ষে প্রাণ...ওদের ভগবান ! টাকা দিয়ে সব কেনা যায় না গো !

ক্ষীরোদ ॥ যায়...আমি কিনে ফেলেছি ! আমি নিযে যাবো !

ভবতোষ ॥ ছাডবে না ! কিছুতে না। তিন শো বছর ঐ গাছ নিয়ে অনেক দাঙ্গা হযেছে...অনেক মুণ্ডু দু'খণ্ড হয়েছে—মেবে ভাসিয়ে দেবে !

[বহু লোকের রে-রে গর্জন ছুটে আসছে।]

দেখতে পেয়েছে—আমাদের দেখতে পেয়েছে !

ক্ষীরোদ ॥ (চীৎকার করে) আমার গাছ...আমি দখল চাই...

ভবতোষ ॥ দেবে না—সাতখানা গাঁ জেগেছে ! তোমায লাভ কবতে দেবে না ! দেবে না গাঁ মুড়িযে শহর সাজাতে ! পালাও—শিগগির পালাও—ওরা ছুটে আসছে।

ক্ষীরোদ ॥ (দু'হাত তুলে কঁকিয়ে ওঠে) আমার গাছ...আমার গাছ...

ভবতোষ ॥ পালাও...পালাও...

[ক্ষীরোদের হাত টেনে ধরে ভবতোষ যেন তাকে ডাঙায় তুলল। তারপর ছুটল। ক্ষীরোদ ও ভবতোষ তাড়াখাওয়া জন্তুর মতো এবার উল্টো দিকে ছুটছে প্রাণপণে। নেপথ্যে অগণিত মানুষের গর্জন। আলোকবৃত্ত ক্রমশ ছোট হয়ে এসে ওদের দুজনের শরীরের ওপর পড়ে। ক্ষীরোদ ও ভবতোষ ছুটতে ছুটতে ক্রমশ বিন্দুর মতো হয়ে আসছে।]